মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জাবেদ আহমেদ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ	:	২৩ আগস্ট ২০১৭ খ্রিঃ
সময়	:	দুপুর ২.৩০ ঘটিকা

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় গত ২৩-১১-২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহঃ

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	যুবদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মেরিন টেকনোলজি ইন্সস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা	বাস্তবায়িত		
২.	নারায়নগঞ্জ মেরিন ইনস্টিটিউটকে মেরিন একাডেমীতে উন্নীতকরণ।	সভায় আলোচনা হয় যে, নারায়নগঞ্জ আইএমটিকে মেরিন একাডেমীতে রুপান্তর করা হলে তা আর এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন থাকবে না। তাছাড়া উক্ত আইএমটিকে আধুনিকায়নসহ শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রায় অর্ধকোটি টাকার প্রকল্প চলমান আছে। সুতরাং এ বিষয়গুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করার পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয়ের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনার জন্য একটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপনের বিষয়ে বিগত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে লক্ষ্যে বর্তমানে উক্ত আইএমটি হতে কি পরিমাণ জনবল তৈরী হচ্ছে তার পরিসংখ্যান এবং এই মেরিন ইন্সটিটিউট এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিএমইটি থেকে একটি পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানানো হয়।	ক) নারায়ণগঞ্জ আইএমটি এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বিএমইটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ) এর নিকট প্রেরণ করবে। খ) বিএমইটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এতদবিষয়ে সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করতে হবে।	বিএমইটি, পরিকল্পনা অধিশাখা এবং যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ)
৩.	বাগেরহাটে মেরিন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা।	বাস্তবায়িত		
৪.	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	বাস্তবায়িত		

	প্রতিষ্ঠা।			

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের আরো অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে অন্যান্য যে সকল মন্ত্রণালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে তাদের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিক হারে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে।	ক) বিএমইটির প্রতিনিধি জানান,বিএমইটির আওতায় বর্তমানে ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও ৬টি ইন্সিটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) চালু রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।তাছাড়া, NSDC (National Skill Development Council) নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০টি মডিউল যুগোপযোগী করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পর বিদ্যমান ৩টি ট্রেড হতে বৃদ্ধি করে বর্তমানে ১৫টি ট্রেডে NTVQF - ১,২ ও ৩ লেভেলে সর্বোচ্চ ৬ মাস মেয়াদী এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খ) সভায় চলমান প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মাসওয়ারী হালনাগাদ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। জানুয়ারী-জুলাই/২০১৭ পর্যন্ত মডিউল কোর্স (বিভিন্ন নিয়মিত ট্রেড + SEIP+STEP+স্ব-নির্ভর) এ ৩১,৩৩৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	(ক) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে BMETএর প্রশিক্ষণ কারিকুলাম যুগোপযোগী করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। খ) নির্দেশনা প্রদানের বছরকে ভিত্তি বছর ধরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অগ্রগতির শতকরা হার (বৃদ্ধি/হ্রাস) প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে।	উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ এবং বিএমইটি।
২.	বর্তমানে যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন নতুন ট্রেডে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষণের প্রশিক্ষণ প্রদান	ক) মন্ত্রণালয় হতে ০৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিএমইটি কাস্টমাইজ করে তা ওয়েবসাইটে প্রচার করবে মর্মে বিএমইটি প্রতিনিধি সভাকে জানান।	ক) শ্রমবাজারের চাহিদা ৬ মাস অন্তর অন্তর সংগ্রহপূর্বক বিএমইটি, বোয়েসেল ও বায়রাকে সরবরাহ করতে হবে। একই সাথে বিএমইটি কর্তৃক কাস্টমাইজ করে ওয়েবসাইটে প্রচার করতে হবে।	মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ, শ্রমবাজার গবেষণা সেল এবং বিএমইটি।

মাস/২০১৭	হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ	প্রাক ওরিয়েন্টেশন
জানুয়ারী	৯১৬৩ জন	৭১৪৮৯ জন।
ফেব্রুয়ারী	৬১৯৪জন	৬১৯৭২জন।
মার্চ	৭০২৫জন	৭৫১৮২ জন।
এপ্রিল	৪৫৮৩জন	৫৮৬৭০ জন।
মে	৪৭২৭জন	৬১৬৮১ জন।
জুন	৩৫৩২জন	৩৬৩৩৪ জন।
জুলাই	২৯৯৪ জন	৫০২৮৫

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	করতে হবে। প্রয়োজনে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।	খ) আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট দেশের ব্যবহারিক ভাষায় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমানে বিভিন্ন ক) টিটিসির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ভাষায় (ক্যান্টনিজ, কোরিয়ান, ইংরেজি, জাপানিজ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০২ মাস, ০৩ মাস বা ০৪ মাস হলেও ভাষায় দক্ষতা অর্জনের পরই সনদায়ন করা হয়। জানুয়ারী-জুলাই,২০১৭ পর্যন্ত ভাষা প্রশিক্ষণ চিত্র নিম্নরূপ: • ক্যান্টনিজ ভাষা -৩২৫ জন (জুন/২০১৭ তে ১১০জন) • কোরিয়ান ভাষা -১২৬ জন • ইংরেজি ভাষা -২৮২ জন (৫টি টিটিসি ও ১টি আইএমটিতে পরিচালিত হচ্ছে) • জাপানিজ ভাষা- ২০ জন (মেয়াদ: এপ্রিল-আগষ্ট/২০১৭), চলমান।	খ) Base line নির্দিষ্ট করে মাস ভিত্তিক ভাষা প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	
৩.	বাংলাদেশে বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ কর্মক্ষম যুবশক্তি(Young Working Force)বিদ্যমান। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য এ যুবশক্তিকে দেশের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। তাছাড়া, অনেক দেশে জন্মহার কমে যাওয়ায় কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। ঐ সকল দেশের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের যুব শক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়ে	ক) বিদ্যমান ও নতুন দেশসহ ৫০টি দেশের শ্রমবাজারের Diversified Sector এর চাহিদা এবং চাহিদাকৃত Sector সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে Skill gap চিহ্নিত করে তা উত্তরনে পরামর্শ প্রদানের জন্য গবেষনা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। • প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প হতে গবেষনা কার্যক্রমের ম্যাথোডোলজি চুড়ান্ত করে দেওয়া হয়েছে। ৫০টি দেশের মধ্যে ১০টি দেশ ভ্রমনের সিদ্ধান্ত রয়েছে। দেশসমূহের নাম নির্বাচনের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। • জন্ম হার কম এরুপ একটি দেশ হিসাবে জাপানকে চিহ্নিত করে জাপানে জিটকোর অধীনে টেকনিক্যাল ইন্টার্ণ প্রেরণ করা হচ্ছে। • জাপানে অধিক সংখ্যক কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে ভাষা শিক্ষার জন্য জাপান সরকারের অর্থায়নে ও জাইকার সহায়তায় লেংগুয়েজ ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ) সভায় জানান, জাপানে কেয়ার গিভারের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশেও গড়ে তোলা প্রয়োজন। বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনার জন্য তিনি মহাপরিচালক, বিএমইটিকে ইতোমধ্যে জানিয়েছেন। একই সাথে জাপানিজ ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণে জাইকা সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেছে মর্মে তিনি জানান। অতিরিক্ত সচিব (মিশন ও কল্যাণ) বলেন কেয়ারিগিভার পেশায় প্রশিক্ষণ প্রদানে আমাদের	ক.১ বিশ্বের যেসব দেশে জন্মহার কম এবং কর্মক্ষম দক্ষ জনশক্তি দিন দিন কমে যাচ্ছে সেসব দেশকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাজার অনুসন্ধান করে জনশক্তি প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক.২ কেয়ারগিভার পেশার উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে একটি চেকলিস্ট প্রস্তুত করতে হবে।	উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ, মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ, কর্মসংস্থান অনুবিভাগ এবং বিএমইটি।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সক্ষমতা আছে কি না তা জানা প্রয়োজন। মিশনের মাধ্যমে জাপানের প্রশিক্ষণ মডিউল সংগ্রহ করা যেতে পারে। খ) ২৭ টিটিসি সংস্কার প্রকল্পে নতুন ১২টি ট্রেড অন্তর্ভূক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব জুন/২০১৭ তে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ট্রেডসমূহ নিম্নরুপ: ১. ক্যাটারিং ২. প্লাস্টিক টেকনোলজি ৩. টেক্সটাইল টেকনোলজী ৪. স্ক্যাফোল্ডিং ৫. পলিশিং এন্ড আফোলষ্ট্রি ৬. পেইন্টিং ৭. সিএসসি মেশিন অপারেশন ৮. ফুটওয়ার এন্ড লেদার প্রোডাক্ট ৯. বিউটিফিকেশন ১০. সোলার সিস্টেম ১১. মেকাট্রনিক্স ১২. এলুমিনিয়াম ফ্রেব্রিকেশন। **পরিকল্পনা অধিশাখার উপপ্রধান সভায়** এডিপি ২০১৬-১৭ এর আওতায় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে চলমান প্রকল্পসমূহ উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপঃ ১। মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ মোট ১৩০০.০০ লক্ষ টাকা)। ২। বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ মোট ৩৮০৯.০০ লক্ষ টাকা)। ৩। ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষনার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম (২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ মোট ৭০০.০০ লক্ষ টাকা)। ৪। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি'র সংস্কার ও আধুনিকায়ন (২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ মোট ২০০০.০০ লক্ষ টাকা)। ৫। ৪০টি উপজেলায় ৪০ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে একটি আইএমটি স্থাপন (২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ মোট ২৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা)। ৬। ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অব টিটিসি, রাজশাহী। (২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ মোট ২০০০.০০ লক্ষ টাকা)। ৭। ঢাকা কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন। (২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ মোট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা)।	(খ).১ ট্রেড ও প্রকল্পভিত্তিক সুর্নিদিষ্ট তথ্য প্রদান করতে হবে। খ).২ সিডিউল মোতাবেক প্রকল্পের কার্যক্রম চল মান রাখার স্বার্থে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও পরিকল্পনা অণুবিভাগ

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		গ) মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান জানান, ADP সংক্রান্ত একটি পৃথক সভা প্রতি মাসে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় । সুতরাং প্রকল্প বিষয়ক আলোচনা এ সভার আলোচ্যসূচী হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।	গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের চাহিত তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে।	
৪.	নারী অভিবাসন কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে। নারী অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়াতে হবে এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।	ক) বিএমইটির প্রতিনিধি সভায় জানান, বর্তমানে গার্মেন্টস ট্রেডে নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিজিএমইএ'র সাথে যৌথ উদ্যোগে ২৮টি টিটিসিতে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। • বাংলাদেশী নারী কর্মীদের আরো অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬ সালে ৮৯,৩৩৫ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং জানুয়ারী-জুলাই, ২০১৭ সালে ৩৮,২১১ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	ক) নারী কর্মীদের জন্য বৈদেশিক শ্রমবাজারে গার্মেন্টস , নার্স সহ এ ধরনের শোভন ও আকর্ষণীয় পেশা অনুসন্ধান জোরদার করতে হবে।	কর্মসংস্থান অনুবিভাগ, বিএমইটি এবং বোয়েসেল।
		খ) নারী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে গৃহকর্মী পেশায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করে বর্তমানে ৩৪টি টিটিসির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। নিরাপদ নারী অভিবাসন কার্যক্রম জোরদার করণার্থে জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মী বাছাই ও বাছাইকৃত কর্মীদের নিকটস্থ টিটিসিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	খ) নারী কর্মীদের জন্য যথাযথ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ জোরদার করতে হবে।	
		(গ) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিষয়টি নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। বর্তমানে অধিনস্থ দপ্তরসমূহকে আরও সেবামুখী করে গড়ে তোলা ও স্বচ্ছতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে ০৬টি টিটিসি'তে ই-মনিটরিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য টিটিসি ও ডিইএমও সমুহে ই-মনিটরিং কার্যক্রম চালু করা হবে।	(গ) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের বিষয়টি নিবিড়ভাবে মনিটরিং করতে হবে।	
৫.	দালাল ও অন্যান্য মধ্য-স্বত্বভোগীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা যেন দালালসহ অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের হয়রানি ও মাধ্যমে প্রতারণার শিকার না হন এবং জনগণ যাতে অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়া চেষ্টা না করে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির	ক) বিএমইটি প্রতিনিধি জানান, মধ্যস্বত্বভোগীদের আইনী কাঠামোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রিক্রুটিং এজেন্সি এবং অন্যান্য ষ্টোক হোল্ডারদের সাথে জুলাই/২০১৭ মাসে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সেপ্টেম্বর মাসেও কর্মশালার আয়োজন করা হবে। উক্ত কর্মশালায় মন্ত্রণালয় ও পাসপোর্ট অফিসের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।	ক) মধ্যস্বত্বভোগীদের আইনী কাঠামোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনার বিষয়ে কর্মশালা আয়োজনপূর্বক মন্ত্রণালয় ও পাসপোর্ট অফিসের প্রতিনিধিকে আবশ্যিকভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	কর্মসংস্থান অনুবিভাগ, মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অধিশাখা এবং বিএমইটি।
		খ) দালাল ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম হ্রাস করার লক্ষ্যে বিএমইটি হতে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। নিয়মিত ঝটিকা ভিজিট করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের	খ) মন্ত্রনালয়ের ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স এর অভিযান জোরদার ও বিএমইটির মনিটরিং কার্যক্রম বিস্তারিত	

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এজন্য তথ্য অধিদপ্তরের প্রচার মাধ্যম এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা নিতে হবে।	সহায়তাও নেয়া হচ্ছে।	ভাবে প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
৬	এ দেশের গরিব জনগণ যাতে কম খরচে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যয় কমানোর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক) কর্মসংস্থান অনুবিভাগ প্রধান জানান, সিঙ্গাপুরসহ ১৬টি দেশের নির্ধারণকৃত অভিবাসন ব্যয় তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারের লক্ষ্যে সকল জেলা প্রশাসককে যে আধাসরকারি পত্র দেয়া হবে তার খসড়া সচিব মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে। বিএমইটির প্রতিনিধি জানান, অভিবাসন ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সিঙ্গাপুরসহ ১৬ টি দেশের Country Specific অভিবাসন ব্যয় Electronic ও Print Media-তে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। • অধিনস্থ কারিগরি প্রশিক্ষণ দপ্তর ও ডিইএমও এর মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। • বিএমইটির ফেইসবুকে এবং ওয়েবসাইটে এই তথ্য আপলোড করা হয়েছে। • প্রচার কার্যক্রম আরও জোরদার করার লক্ষ্যে রিক্রুটিং এজেন্সিদের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করার জন্য বায়রাকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। • অপরদিকে বোয়েসেলের মাধ্যমে বিদেশ গমনকারী মহিলা গার্মেন্টস কর্মীর অভিবাসন ব্যয়, Vat, Tax ও বহি:গমন ছাড়পত্র ফিসহ মোট ১৭,৭৫০/- টাকা এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী গমনের অভিবাসন ব্যয় বিমান ভাড়াসহ মোট ৮২,০০০/- টাকা। • কম খরচে নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের জন্য মাইকিং,লিফলেট বিলি এবংপত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিপ্রদানসহ বিভিন্নভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে। • নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় উল্লেখপূর্বক নিয়োগকর্তা কর্তৃক নির্বাচিত কর্মীদের নির্বাচনোত্তর ব্রিফিং প্রদান করা হয় যাতে কোনরুপ দালাল বা প্রতারকের খপ্পরে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়। • বোয়েসেল এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪৬,৯৯৬ জন মহিলা কর্মী বিদেশ গমন করেছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৮,৪৯৭ জন মহিলা এবং ১৭৪৬ জন পুরুষ কর্মী বিদেশে গমন করেছে। সভাপতি বলেন,	ক.১ ইতোমধ্যে যে ১৬টি দেশের অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে তা তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারের লক্ষ্যে সকল জেলা প্রশাসককে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। ক.২ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ১৬টি দেশের ক্ষেত্রে অভিবাসন ব্যয় বাবদ নির্ধরিত অর্থের বিষয়টি প্রচারের বিষয়ে বায়রার কাছ থেকে ফিডব্যাক নিতে হবে।	কর্মসংস্থান অনুবিভাগ, বিএমইটি এবং বোয়েসেল।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		বায়রার কাছ থেকে এ বিষয়ে ফিডব্যাক নেয়া প্রয়োজন। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় সংক্রান্ত প্রচারণা বায়রার ওয়েবসাইটে ও সকল রিক্রুটিং এজেন্সীর নিকট প্রচার করা হচ্ছে কিনা তা তদারকি করতে হবে। খ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও বিএমইটির কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিতভাবে কর্মীর চাহিদা সম্পন্ন দেশ সফর ও দুতাবাসের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে শ্রম বাজার অনুসন্ধানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। • এছাড়া ৫০টি দেশের শ্রম বাজারের Diversified Sector এর চাহিদা এবং চাহিদাসম্পন্ন Sector সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে Skill gap চিহ্নিত করে তা উত্তরণে পরামর্শ প্রদানের জন্য গবেষনা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। • প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প হতে গবেষনা কার্যক্রমের ম্যাথোডোলজি চুড়ান্ত করে দেওয়া হয়েছে। ৫০টি দেশের মধ্যে ১০টি দেশ ভ্রমনের সিদ্ধান্ত রয়েছে। দেশ সমূহের নাম নির্বাচনের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।	খ) নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিয়োগকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতি সভায় অবহিত করতে হবে।	
৭.	প্রবাসী কর্মীগণ যাতে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে কম খরচে দেশে অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারে সে জন্য সীমিত পরিসরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর প্রতিনিধি সভাকে জানান, বিগত ১৪.০৩.২০১৭ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণায়ের সভায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি ব্যাংকে রুপান্তর এবং পরিশোধিত মুলধন বাবদ ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা অর্থ বিভাগ কর্তৃক এবং ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই মোতাবেক ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে গত ১৬.০৪.২০১৭ তারিখে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা প্রদান করা হয়। অর্থ বিভাগ কর্তৃক ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত থাকলেও গত অর্থবছরে তা প্রদান করা হয়নি। ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য গত ০৩.০৭.২০১৭ তারিখে পুনরায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড থেকে পরিশোধিত মূলধন বাবদ আরও অর্থ দেয়া যাবে কি না সে বিষয়ে জানতে চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে এ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কল্যাণ বোর্ডের আসন্ন সভায় এ বিষয়ে আলোচনাপূর্বক পত্রের জবাব	ক) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংককে তফসিলি ব্যাংকে রুপান্তরের সর্বশেষ অগ্রগতি প্রতি সভায় জানাতে হবে।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং সংস্থা শাখা।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		দেয়া হবে।		
৮.	প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের জন্য বিদ্যমান শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম বাড়াতে হবে। যে সকল দেশে অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী কাজ করে সে সব দেশে চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর প্রতিনিধি জানান,২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য বৃত্তির সংখ্যা ৭০০ থেকে বৃদ্ধি করে ১৫০০ তে উন্নীত করা হয়েছে। বাংলাদেশের পাঠক্রম অনুযায়ী বিদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সৌদিস্থ বাংলাদেশি স্কুলের জন্য জমি ক্রয়ে বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ, সৌদি আরবের অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বাজেটে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিএমইটির প্রতিনিধি জানান,জিওবির অর্থায়নে Contruction of Nine Bangladesh International School for Children of Bangladeshi Expatriates in KSA শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা যথাক্রমে রিয়াদ (২টি), জেদ্দা (২টি), দাম্মাম (১টি), মক্কা (২টি), তাবুক (১টি), বুরাইদাহ (১টি)। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : ১/৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯ পর্যন্ত) প্রকল্প যাচাই-বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটির সভা গত ২/৬/২০১৬ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের আওতায় স্কুলের মালিকানা ও পরিচালনা, প্রকল্পের অর্থায়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ওপর গত ০৬/০৩/২০১৭খ্রিঃ তারিখে PEC সভা পরিকল্পনা কমিশনের সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের প্রাক-সমীক্ষা করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।	ক) প্রকল্পের প্রাক সমীক্ষার অগ্রগতি পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে। খ) প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মোতাবেক ধাপে ধাপে কার্যক্রমসমূহ সময় মোতাবেক এগিয়ে নিতে হবে।	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ, পরিকল্পনা-১ শাখা এবং বিএমইটি।
৯.	বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করতে হবে এবং প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও সেবা নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদেশস্থ শ্রম উইং-এর কর্মকর্তা/	মিশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতি বছর ''লেবার এ্যাটাসে সম্মেলন'' করে মিশন ওয়ারী তাদের থেকে কাজের অগ্রগতি, বিদ্যমান সমস্যা, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা সংগ্রহ করা হয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ শ্রম উইং হতে প্রতি মাসে নির্ধারিত ছকে তথ্য সংগ্রহ করে তাদের কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রম উইং হতে মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক শ্রম উইয়ের	ক) শ্রম উইং হতে প্রেরিত বার্ষিক প্রতিবেদনগুলোর মধ্যে থেকে আরও ৫টি দেশের শ্রমউইং এর কার্যক্রম পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করতে হবে।	মিশন ও কল্যাণ অনুবিভাগ, শ্রমবাজার গবেষণা সেল এবং বিএমইটি।

ক্রম	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	আলোচনা/বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	কর্মচারীগণকে অধিকতর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।	কর্মকর্তাদের পারফরমেন্স যাচাই করা হয় এবং দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে তাদের সার্বিক কর্মকান্ড মূল্যায়নপূর্বক ফিডব্যাক প্রদান করা হয়। সভাপতি বলেন, শ্রমউইংগুলো থেকে যে বাৎসরিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় সেসব প্রতিবেদন থেকে ভালমানের প্রতিবেদনগুলো পূর্বের ন্যায় পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করতে হবে।		
১০	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন নবসৃষ্ট ১২টি শ্রম উইং এর মধ্যে যে ০৯টি শ্রম উইং-এ (ব্রুনাই, মিলান-ইটালি, গ্রীস, স্পেন, পি.আর. জেনেভা, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া) পদায়নকৃত কর্মকর্তাগণ এখনও সংশ্লষ্ট মিশনে যোগদান করতে পারেন নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তাদের অনুকূলে কূটনৈতিক পাসপোর্ট প্রদানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত		

২.০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএমইটি প্রতিমাসে সভা করবে এবং বিবিধ সভায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতির ব্যবস্থা রাখতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৩.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৮/৮/১৭

(জাবেদ আহমেদ)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।